প্রিয়তমা

প্রিয়তমা সুনয়না! হে হৃদয়াসীনা প্রেমের দেবী! তুবি বিনা ধরিত্রীর সৌন্দর্য কোথায়? হে আমার রূপের মোহিনী! তুমি ছাড়া বসুন্ধরার মোহনীয় রূপ যে বিকশিত হয় না। তুমি যেন শ্রেষ্ঠ গায়কের কণ্ঠসুর। তোমার ঐ মোহন ছবি এঁকেই আমি শিল্পী। তোমার ঐ রূপ ও প্রেমের গান গাহিয়াই আমি কবি। তোমার দোদুল্যমান কুন্তল, লাস্যময়ী চলন ও ভ্রাম্যমাণ আঁখি-চাঞ্চল্য লিখিয়াই আমি সাহিত্যিক।

হে হৃদয়ের রাজরানী! তুমি লেখনীর মসি, বীরবর যোদ্ধার অসি, স্বামীর মনের মেঘমুক্ত আকাশে বিভাবরীর পূর্ণশশী। উত্তপ্ত মরুভূমির পরিব্রাজক পথিকের রৌদ্র মুক্তিদাত্রী শীতল ছায়াতরু। তুমি ছাড়া কি পুরুষের জয়লাভ সম্ভব?

হে অর্ধাঙ্গিনী! তুমি যে স্বামীর উন্নয়ন-পথে প্রেরণা যোগাও। হে কামিনী! বধূরূপে মধূযামিনীতে তুমি যে অসীম শান্তিদায়িনী। কাঁচ নহ তুমি, তুমি যে কাঞ্চন। হে হেমাঙ্গিনী! তুমি যে ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ, স্বামীর সম্পদ ও গৌরব, ফলের রস ও মিষ্টতা।

হে অপরূপা শতরূপা রমা! তোমার ঐ রমণীয় রম্য বনে যে আমি আমার মন-বুলবুলিকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

প্রেয়সী লায়লী আমার! তুমি যে আমার হৃদয় সর্বস্ব। তুমি যে আমার জীবন রথের মহা সারথী। তুমি যে আমার জীবন তরীর মাঝি-মাল্লা। তুমি যে পতিপ্রাণা সতী, নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিনী। স্বামী প্রজাপতির ফুল হেন সতী। তুমি নিদাঘ-দিবসের মৃদুবায়ী শীতল সমীরণ। তুমি আমার মনোবনের গহীন কোণে বাঁধিয়াছ নীড়। তোমার সম্মোহনে আমি মোহিত অভিভূত। তোমার সরলতায় আমি বিমুগ্ধ ও বিমূঢ়। তোমার প্রেম-পরশে আসে দেহে শিহরণ, তোমার চেতনায় আসে আমার জাগরণ।

হে সুলোচনা রূপসী রাজকন্যা! তুমি কি আমার চির-সঙ্গিনী থাকিবে না?